অল্প হলেও যা নিয়মিত করা হয়

রমাদানের দিনগুলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, যেমন আমাদের রব তাঁর কিতাবে বলেছেন: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ} "অল্প কিছুদিন" । খুব শীঘ্রই এই মাসের শেষ মুহূর্তগুলিও অতিবাহিত হয়ে যাবে, তারপর রমাদানের বাজার গুটিয়ে নেওয়া হবে, এবং ঘোষণা করা হবে: যে লাভবান হয়েছে, সে লাভবান, এবং যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তিনি আমাদেরকে লাভবানদের মধ্যে শামিল করেন।

এই বিশেষ সময়ে আমরা সকল মুসলিম ভাইবোনদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া অর্জন করা। অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচা। এটা শুধু রমাদানে নয়, বরং সারা বছর আমাদের সকল ইবাদতের লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত।

রমাদানে সকল মুমিন হালাল পানাহার থেকে বিরত থাকলেও হারাম থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তারতম্য ঘটে। কেউ সমস্ত নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে, আবার কেউ একটু ঢিলেমি করে। এভাবে রোজাদারদের মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়।

আর রমাদানের একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য হলো, এই দিনগুলিতে আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি রোজা ভঙ্গের কারণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সারা জীবনের জন্য। আর এই হারাম থেকে বিরত থাকাই ঈমানের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে, এবং এর

মাধ্যমেই মুমিনদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য ঘটে।

নিঃসন্দেহে, রাসুলুল্লাহ ﷺ কে অনুসরণ করে রমাদানে মুমিনগণ এমন পরিশ্রম ও উদ্যমতার সাথে ইবাদত ও নৈকট্য লাভে নিয়োজিত হন, যা অন্যান্য মাসগুলোতে করতে পারেন না, এবং এটাই স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত। তবে রমাদান শেষ হওয়ার পর মানুষের মধ্যে এক ধরনের অবসন্নতা দেখা দেয়। কারণ রমাদানের তুলনায় তার পরের মাসগুলোতে ইবাদতের মান ও পরিমাণ বিপুলভাবে হ্রাস পায়। অর্থাৎ, রমজানে যে পরিমাণ সালাত, কিয়াম, যিকর এবং কুরআন তিলাওয়াত করা হয়েছিল, অধিকাংশের ক্ষেত্রে রমাদানের পর তা কমে যায় কিংবা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

ঈমানী দুর্বলতা ও অত্যাধিক কামনা-বাসনার এই যমানায় মুমিনরা এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এখান থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের করণীয় হলো, রাসূল ﷺ এর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সে নির্দেশনাটির উপর আমল করা -যা উম্মুল মুনিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

سئل النبي ﷺ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: (أدوموا وإن قل)، وقال " (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন: যা নিয়মিত করা হয়, পরিমাণে কম হলেও। তিনি আরো বলেন: তোমরা এমন কাজ হাতে নাও, যা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী করা সম্ভব।" [বুখারী], একটু ভেবে দেখুন হে মুসলিম, এটি সে নবীর মুখনিঃসৃত উপদেশ, যিনি রাতের পর রাত এত বেশি নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পা ফেটে যেত। যিনি তাঁর রবের ইবাদতে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর উম্মতকে শিখাচ্ছেন যে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো সেই কাজ, যা অল্প হলেও নিরবিচ্ছিন্নভাবে করা হয়। কারণ আল্লাহর কাছে মূল্যবান হলো ধারাবাহিকতা এবং নিষ্ঠা। কাজেই, আমল সামান্য হলেও নিয়মিত করা অনেক বেশি উত্তম, অনিয়মিত অধিক আমলের চেয়ে।

এর অর্থ এ নয় যে, ইবাদতে চেষ্টা-সাধনা ও প্রতিযোগিতা করা ছেড়ে দিবে। বরং কুরআন-হাদিসের বহু জায়গায় এই প্রতিযোগিতা ও চেষ্টা সাধনার নির্দেশ এসেছে। আর পূর্বের আলোচনাটি আরো স্পষ্ট করে রাসূল ﷺ এর হাদিসটি :

(اكلفوا من الأعمال ما تطيقون)

"তোমরা এমন কাজ হাতে নাও, যা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী করা সম্ভব।" অর্থাৎ, বান্দা, তুমি সে পরিমাণ ইবাদতের জন্য চেষ্টা-সাধনা করো যেটুকুর শক্তি-সামর্থ্য তোমার আছে। সাধ্যের বাইরে ইবাদত করতে গিয়ে যেন তোমার ফরজ-ওয়াজিব ছুটে না যায়, কিংবা এমন বিরক্তি ভাব চলে না আসে, যাতে তুমি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থেকে অবহেলার দিকে ধাবিত হও। পূর্বের হাদিসের ব্যাখ্যায় এমন কথাই বলেছেন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন: (ما تطيقون) এর অর্থ: তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করো। এখান থেকে বুঝা যায়, ইবাদতে সর্বোচ্চ চেষ্টা সাধনা করতে হবে, তবে শর্ত হলো, এমন কষ্ট করা যাবে না -যা পরবর্তীতে বিরক্তি এবং অপছন্দের কারণ হয়।"

এজন্য আমাদের উচিত রমাদানের পর ইবাদতের জন্য একটি রুটিন সাজিয়ে নেওয়া, আর তা করতে হবে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী। আর আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছি। ফলে এমনভাবে রুটিন সাজাবো যেন, ইবাদতগুলো নিয়মিত রাখা যায়, ছেড়ে দিতে না হয়। কাজেই, যে ব্যাক্তি রাতের বেশি অংশ সালাত পড়তো, সে যেন সর্বনিম্ন দুই রাকাত করে হলেও এটা অব্যাহত রাখে। যে প্রতি তিনদিনে কুরআন খতম করতো, সে যেন অন্তত সাত দিন বা দশদিনে খতম দেওয়ার অভ্যাস করে নেয়। যে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা ইল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ...

ইত্যাদি আযকারগুলি হাজার-হাজার বা শতাধিক বার পাঠ করতো সে যেন তার এই আমলের ধারা অব্যাহত রাখে, সংখ্যায় কিছু কম করে হলেও। এভাবে একজন মুসলিম সে পরিমাণ ইবাদত নিশ্চিত করবে, যেটুকু তার পক্ষে নিয়মিত করা সম্ভব হবে বলে সে মনে করে। অবশ্য এর জন্য নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, নফসকে বল প্রয়োগে বাধ্য করতে হবে। কেননা নফস-ই মানুষকে হয় মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, নয়তো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য সাবধান হওয়া জরুরী।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ইবাদতগুলি কবুল করে নেন, এবং নবী ﷺ এর রেখে যাওয়া পথনির্দেশ সুন্দরভাবে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী তাওফীক দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করেন এবং ভালো আমলের মধ্যেই যেন আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। আর সকল প্রশংসা নিবেদিত রাব্বুল আলামীনের জন্য।